COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. DR. RABINDRANATH MAITI
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

কুমারসম্ভবম্

কুমার অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়। সম্ভবঃ-উৎপত্তি বা জন্ম। কুৎসিতো যারঃ অন্য ইতি কুমারঃ (বহুব্রীহি) অথভা, কৌমাররতি দুষ্টান্, পচান্যচ্। যত্তু ব্রহ্মচারিত্বাৎ কুমার ইতি স্বামোনোক্তং, তন্ন; বায়ু-পুরাণে তন্য ‘‘দেবসেনা’’-পতিস্বশ্রবণাৎ। (প্রবীণ পণ্ডিতগণ যে ব্রহ্মচারীদের ‘কুমার’ বলিয়া থাকেন তাহা নহে, কারণ, বায়ুপুরাণে দেবতাদিগের সেনাপতিকে কুমার বলা হইয়াছে অর্থাৎ ‘‘কার্ত্তিকের’’ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে)। সম্ভরতে ইতি সম্-ভু+অপ্ (ভাবে) সম্ভবঃ। কুমারস্য সম্ভবঃ ইতি (ষষ্ঠতৎ)। স এব অভেদোপচারাৎ কাব্যস্য বিশেষণনম্ কুমারসম্ভবং কাব্যমিতি। কুমারের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত যে কাব্য তাহাকে বুঝাইতেছে। ‘মহাকাব্য’ পদটি ক্লীবলিঙ্গ হওয়ার ‘কুমার সম্ভব’ পদটিও ক্লীবলিঙ্গ, দুইটি পদ ‘অভিন্ন’।

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিনাকিনা ভগ্নোমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।।

ব্যাখ্যা: আলোচ্যঃ অয়ং শ্লোকঃ মহাকবিনা কালিদাসেন বিরচিতস্য ‘কুমারসম্ভবম্’ ইতি মহাকাব্যস্য ‘পার্বতী তপঃ ফলোদয়ঃ’ নামাকাৎ পঞ্চমসর্গাৎ উৎকলিতঃ। দেব্যাঃ পার্বত্যাঃ তপস্যায়াঃ কারণং বর্ণিতং মহাকবিনা অস্মিন্ শ্লোকে।

দক্ষকন্যা সতী জন্মান্তরং প্রাপ্য হিমালয়দুহিতা পার্বতীরূপেণ অজায়ত। অত্যাচারিণঃ তারকাসুরস্য নিধনায় দেবানাং কেনচিৎ সেনাপতিনা প্রয়োজনমাসীৎ। হরপার্বত্যোঃ মিলনজাতঃ পুত্রঃ কার্ত্তিকেয়ঃ এব তারকাসুরবিনাশায় সমর্থঃ। অথ দেবানাং প্রার্থনানুসারং পার্বতী মোহনবেষেণ সজ্জিতা সতী শিবমনুকূলয়িতুং শিবসমীপং গতা। দেবরাজস্য আদেশানুসারং পার্বত্যাঃ সাহায্যার্থং ঋতুরাজেন বসন্তেন সহ আত্মনঃ চিত্তচাঞ্চল্যস্য কারণরূপেণ মদনং জ্ঞাত্বা স্বকোপানলেন মহাদেবেন মদনঃ ভস্মীভূতঃ জাতঃ। স্বচক্ষুষা নিহন্তং মদনং দৃষ্টা পার্বতী আত্মনঃ রূপলাবণ্যং নিন্দিতবতী। মহাদেবস্য মনোরঞ্জনায তস্যাঃ রূপং সর্বথা ব্যর্থমিতি মত্বা সা আত্মনঃ রূপলাবণ্যং ধিকৃতবতী। যৎ সৌন্দর্যং প্রিয়তমং মোহয়িতুম্ অসমর্থং তৎ ব্যর্থম্। যতঃ প্রিয়তমস্য প্রেমলাভে হি সৌন্দর্যং সার্থকতাং ভজতে।

ভাবসম্প্রসারণম্ ঃ প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ।।১।।

চারুতা – সৌন্দর্যম্। প্রিয়েষু –আত্মজনেষু প্রিয়তমেষু। সৌভাগ্যফলা–প্রাপ্তফলা সার্থকতা। হি নিশ্চিতম্ (গচ্ছতি)। প্রিয়জনানাং সমাদরেণ সৌন্দর্যং সার্থকতাং প্রাপ্নোতি।

পুষ্পং সুন্দরম্। সুন্দরং পুষ্পং দৃষ্টা সৌন্দর্যপিপাসুঃ জনঃ যদি মুগ্ধঃ ভবতি তর্হি পুষ্পসৌন্দর্যং সার্থকতাং লভতে। সুস্থজীবনার্থং মনসঃ সুস্থতাবিধানার্থং সৌন্দর্যস্য ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণা। সুন্দরদৃশ্যদর্শনেন, মধুরসঙ্গীতশ্রবণেন দুঃখিতমপি মনুষ্যচিত্তম্ আনন্দং লভতে। সার্থকমুক্তং কবিনা কালিদাসেন অভিজ্ঞানশকুন্তলায়াম্ –

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

নারী সৌন্দর্যস্য প্রতিমূর্ত্তিঃ। নারী বিলাসবিভ্রমেণ চঞ্চলদৃষ্ট্যা চ প্রেমাস্পদং মোহয়িতুং যততে। কিন্তু প্রেমাস্পদঃ যদি তৎ সৌন্দর্ং প্রতি বিমুখঃ উদাসীনঃ বা ভবতি তর্হি তস্যাঃ প্রেম সৌন্দর্যং বা ব্যর্থং ভবতি। পরন্তু প্রেমাস্পদঃ প্রিয়তমঃ যদি প্রিয়তমায়াঃ প্রেম্না সৌন্দর্যেণ বা আকৃষ্টঃ সন্ তাং প্রতি প্রলুব্ধঃ ভবতি তর্হি তস্যাঃ সৌন্দর্যং সার্থকতাং প্রাপ্নোতি।

(ক) অনুরূপ শ্লোক – ‘‘তোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বাদ্রূপেষু বেষেষু চ সাভ্যনুয়াঃ’’ (রঘুবংশ - ৭ম সর্গ/২য় শ্লোক)

‘‘স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলোহি বেশঃ’’। (কুমারসম্ভব–৭ম সর্গ/২য় শ্লোক)

(খ) বৈধর্ম অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার।
(গ) বংশস্থবিল ছন্দ।

আলঙ্কারিক বিশ্বনাথকবিরাজ সাহিত্যদর্পণে ‘অর্থান্তিরন্যাস’ অলঙ্কারের লক্ষণ বলিয়াছেন–

‘‘সামান্যং বা বিশেষণ বিশেষক্তন বা যদি।
কার্য্যঞ্চ কারণেনেদং কার্য্যেণ চ সমর্থ্যতে।
সাধর্ম্মেণেতরোণার্থান্তিরন্যাসোঽষ্টধা ততঃ।।১০ম।৮০

কোথাও বিশেষ বিষয়ের দ্বারা বিশেষ, কার্য্যের দ্বারা কারণ কিংবা কারণের দ্বারা কার্য্য সমর্থিত হইলে ‘‘অর্থান্তরন্যাস’’ হয়। এই সমর্থন সাধর্ম ও বৈধর্ম এই দুই প্রকারের সম্পন্ন

হয় বলিয়া এই অলঙ্কার আট প্রকার। সামান্য বিশেষভাব স্থলে উভয়ের বিধেয় ধর্মই সামান্য-বিশেষের সাধর্ম্য। সাধারণ ধর্ম সাধর্ম্য, বিরুদ্ধ ধর্ম, বৈধর্ম্য। যেখানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সেখানে যাহা প্রকৃত সাধক তাহা কারণের সাধর্ম্য এবং যাহা প্রকৃতকারণজন্যত্ব তাহা কার্য্যের সাধর্ম্য।

শ্রীমদ্‌গঙ্গাদাস বিরচিত ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে ''বংশস্থবিল '' ছন্দের লক্ষণ বলিয়াছেন –''বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ''।

যে ছন্দে ক্রমশঃ 'জ' 'ত' 'জ' ও 'র' গণ মাত্র থাকে তাহাকে 'বংশস্থবিল' ছন্দ বলে। ইহাকে ''বংশস্থম্'' বা 'বংশস্থা'ও বলা হয়।

প্র: পার্বতী কথং নিজরূপং নিনিন্দ ?

উ: দেবগণের অনুরোধে তথা ব্রহ্মার পরামর্শে কামদেব তপস্যারত শিবের সম্মুখে নৃত্য (পঞ্চবান প্রয়োগ) করেছিলেন। তপস্যায় বিঘ্ন হওয়ায় শিব ক্রোধন্বিত হয়ে তৃতীয় নয়নে কন্দর্পকে ভস্মীভূত করে ছিলেন। জগতের সৌন্দর্য্যের আধার কন্দর্পের এরূপ অবস্থা দেখে পার্বতীর শিব প্রাপ্তিরূপ মনে অভিলাষ বিনষ্ট হয়েছিল। তখন পার্বতী তাঁর রূপকে মনে মনে নিন্দা করেছিলেন। কারণ নারীর একমাত্র সম্পদ হল তার রূপ, যার দ্বারা প্রেমিকের মনকে আকৃষ্ট করে। নচেৎ সেই রূপ অর্থহীন হয়ে যায়। তাই পার্বতী রূপকে নিন্দা করেছিলেন।

প্র: মেনা পার্বতীং কিম্ উবাচ ?

উ: নব যৌবনে পার্বতীর মহাদেব প্রত্যাসক্ত মানসিকতা দেখে জননী মেনকা নিবৃত্ত করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। এ সংসারে মানুষ ইষ্ট সাধনের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনা করেন। সমস্ত ইষ্ট দেবতাগণ হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করেন তাঁদের মধ্যে কোন দেবতাকে পতিরূপে বরণ করতে বলেছিলেন। মেনকা উপদেশের ছলে বলেছিলেন তোমার ফুলের মত কোমল শরীরে মুনিঋষিদের আচরিত কঠোর তপস্যার প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ কোমল শিরিষ পুষ্প ভ্রমরের ভার সহ্য করতে পারে কিন্তু সেই পুষ্প পাক্ষীর ভার সহ্য করতে পারে না। তপস্যারূপ কঠোর কার্য্য থেকে পার্বতীকে নিবৃত্ত করার জন্য মেনকা বক্ষে আলিঙ্গন পূর্বক উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্র: কথং মেনা সুতাং তপস্যাকার্যাত্‌ নিয়ন্তুং ন শশাক ?

উ: যৌবনারম্ভে পার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে বরণ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। অখন্ড প্রেম ও মহামৃত্যুঞ্জয় শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য পার্বতী সমাধি

অবস্থায় কঠোর তপস্যাব্রত আচরণের সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মাতা মেনকা বহু চেষ্টা করেও কন্যাকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তাই মহাকবি কালিদাস অর্থান্তরন্যাসালংকারের দ্বারা বর্ণনা করেছেন অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য সংকল্পবদ্ধ মন ও নিম্নাভিমুখী জল এ দুটি বস্তুকে ফিরান যায় না। তাই শিব প্রাপ্তিরূফ অভিষ্ট সাধন নিমিত্ত তপস্যার জন্য সংকল্পবদ্ধা পার্বতীকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি।

পার্বতী – পর্বত + অপত্যার্থে ষ্ণ + স্ত্রিয়ামীপ্।
সমক্ষং – অক্ষ্ণোঃ সমীপে— ‘অব্যয়ং বিভক্তিসমীপসমৃদ্ধী’ ত্যাদিনা-অব্যয়ীভাবঃ।
দহতা – দহ্ + শতৃ–৩য়া (পুং)
ভগ্নোমনোরথা – ভগ্নোঃ মনোরথঃ যস্যাঃ সা —বহুব্রীহিঃ।
মনোভবং – মনসি ভবতি যস্তম্ —উপপদ তৎপুরুষ।
নিন্দিত – নিন্দ্ + লিট্ ণল্।